সম্পাদকীয়র পরিবর্তে

একটা মেয়ে যুদ্ধে যাচ্ছে

অনামিকা মিত্র

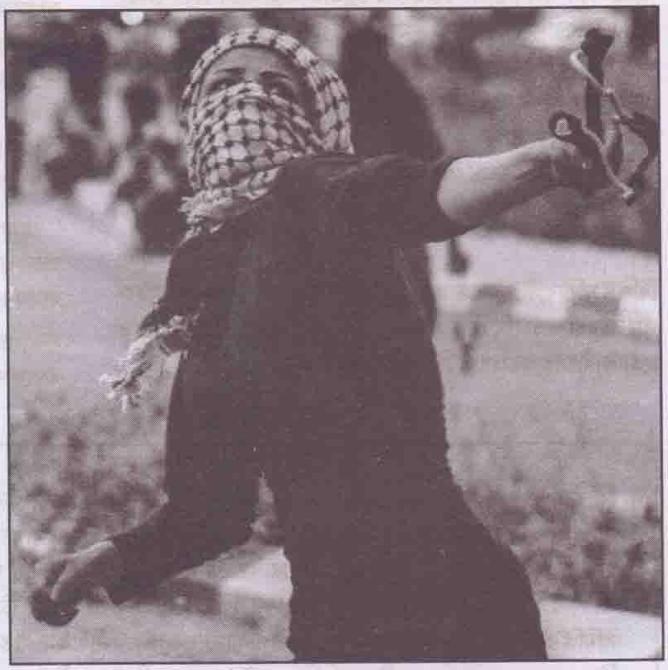

একটা মেয়ে বর্ম-পোষাক গুছিয়ে নিচ্ছে বাক্সে,
সেই সে মেয়ে যুদ্ধে যাবে। আমরা খুশি, যাক সে!
ঢাল-তলোয়ার ঝলসে উঠুক তুমুল মেধার মধ্যে,
খুব সাহসী ওই কন্যে, আঁধার ছিঁড়ে রোদ দে।
ল্যাপটপে আর প্রোজেক্টরে ছিটকে বেরোক প্রমাণ।
তোর এই যাওয়া, হাজার মেয়ের যুদ্ধ জয়ের সমান!
ইনটিগ্রেশন জানিস, এটম ডিজইনটিগ্রেট করিস!
শিখলি কবে এই রহস্য? বড্ড সাহস তোর, ইস্!

অনেক বিফল মেয়েবেলার স্বপ্ননিশানগুলো
ঝড়ের মুখে ইচ্ছে ডানায়, ও বোন, তোকে ছুঁলো!
ছুঁলোই যখন, জয় পতাকা হারিয়ে যেতে দিস না....
বরঞ্চ দিস তৃষ্ণার জল, অতল জীবন-তৃষ্ণা!
প্রমাণ করিস মেয়েরা নই ভীরু এবং হেরো;
আকাশ ছুঁলোই গল্প কি শেষ? আকাশ ফুঁড়ে বেরো!

উদ্দীপ্ত প্রতিবাদই আলোর শিখা

শঙ্খ ঘোষ

প্রায় রোজই খুন-ধর্ষণ- শ্লীলতাহানির খবর শুনে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই সব ঘটনার সুবাদেই খবরের শিরোনাম হচ্ছে বারাসাত। একটা এলাকায় কি করে দিনের পর দিন এসব ঘটনা ঘটছে, ভেবে পাচ্ছি না। প্রশাসনের তরফে গাফিলতি না- থাকলে এমনটা হওয়ার কথা নয়। এই তমসার মধ্যে একটু আলোর শিখাও দেখতে পাচ্ছি। বারাসাতে মানুষ রাজনীতি নিরপেক্ষ উদ্দীপ্ত প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন, যা অত্যন্ত সুলক্ষণ। এই প্রতিবাদ চতুর্দিকে বেড়ে চললে তা সুসময় বয়ে আনতে পারে। শুধু দলীয়তার প্রতি নির্ভর করে কিছু করা যাবে না।

যে কোন দুর্যোগের পরই সরকার যেমন ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করে, বারাসাতে মেয়েটির নির্মম পরিণতির পর সেটাই করা হয়েছে। এর চেয়ে আপত্তিকর কিছু হতে পারে না বারাসাতের যে প্রতিবাদী মানুষেরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার প্রণতি রইল।

বরানগরের অনামী, দিল্লীর দামিনী, বিদর্ভের তিন কন্যা,
সুটিয়া কাটোয়া কামদুনির অপরাজিতাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

"আমার শহর কুণ্ঠিত বড়, ক্ষমা করো তুমি মেয়ে
পুরুষ বলেই গাইছি এ গান, শুধু মার্জনা চেয়ে....."

—কবীর সুমন

"তাড়িত আদিষ্ট ক্ষণে মূর্ছাহত রুদ্ধশ্বাস খায়
সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে আত্মরক্ষা ক্ষরিত উপায়
এখন তুলনা অর্ঘ্য নষ্টগণ ভ্রষ্টগণ শোচন বারতা
কেউ কি জেনেছে ক্ষুব্ধ আত্মরূপ চেনে নয় কথা
তোমার তাপস চিত্ত বীতরাগ উন্মাদ আখর
উত্তম চৈতালি লগ্ন ছিঁড়ে ঘেয়োঁ কুত্তা টানাটানি করে
আমার কথা কিন্তু শেষ নয় আরম্ভও নয় নিত্য বলিদান
সন্ধ্যার আগেই যেন ফিরে এসে আমাকে জড়াস।"

— মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য

"করুণ লজ্জা মুছে দেয় আলোর মোমবাতি
ছায়া খেলা মুখোশ বদল হয় জল্লাদের
নারীর সোহাগ ছিঁড়ে খায় হাজার শকুন
রূপের মাটিতেই পাপ ছিল এই দেশের
তারপর অসংখ্য মানুষের প্রতিবাদ, প্রার্থনা
জন্ম দিও না প্রভু পাথর করে দাও।"

— মানিক মাঝি

"কোন মুখে তাকাবো তোর দিকে মেয়ে
ভয়ঙ্কর লজ্জায় ঢেকে যায় মুখ
সভ্যতার কলঙ্ক কোথায় রাখাবো তারে
ওড়না দিয়ে ঢেকে দাও বুক
নগ্ন শরীর ঘিরে ক্ষত চিহ্ন গুলো আর দেখতে চাইনা

কী বর্বর কী বর্বর
অমানুষের বিকৃত থাবা আর বিকৃত অসুখ
কতবার, কতদিন যুদ্ধ করবে রমণী
ঐসব অসুরদের সাথে
সভ্যতার এ কলঙ্ক মুছে যাবে কি কখনও?
কত প্রতিবাদ হোল, কত মিছিল—
তবুও তো রয়ে গেছে রক্তের দাগ সভ্যতার বুকে।"

— অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

দাবানল, উঠুক দাবানল,
প্রতিবাদ প্রতিরোধের দাবানল;
হিমালয় থেকে কন্যকুমারী উত্তাল হোক দেশ —

সম্পাদকীয়

মুক্তির প্রতীক্ষায় অর্ধেক আকাশ

শোনা যায় দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক তার সাধের তুঘলকাবাদ দুর্গ নির্মাণ করার সময় সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করায় প্রসিদ্ধ সুফি সাধক নিজামুদ্দীন আউলিয়া তাকে দুটি শাপ দেন। তার একটি 'হানুজ দিল্লী দুর অস্ত্'। যার জন্য সুদূর বাংলায় যুদ্ধ করে ফেরার পথে গিয়াসুদ্দীন মারা যান। তার কাছে 'দিল্লী দুর অস্ত্' থেকে যায়। সেই থেকে অনেকেই তামাম হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী দখলের ডাক দিলেও এবং সাময়িক কিছু উথাল পাথাল ঘটলেও ক্ষমতা বলে পাঠান সুলতান, মোঘল সম্রাট, ঔপনিবেশিক ইংরেজ থেকে বর্তমান নেহরু-গান্ধী পরিবারদের কাছে দিল্লীর মসনদ সুরক্ষিত ছিল। সাধারণের কাছে 'দিল্লী দুর অস্ত'ই থেকে গেছে। ফলে লুটিয়েন বাংলোর বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত বংশানুক্রমিক শাসক এবং তাদের লোভী ও অত্যাচারী আমীর-ওমরাহ্ আমলা-ব্যবসায়ী পুলিশরা সাধারণের উপর শোষণ ও অত্যাচার এবং জাতীয় সম্পদ লুঠ ও দেশকে বৃহৎ পুঁজির কাছে বেচে দিয়েও বহাল তবিয়তে ছিলেন। ধোলা কুঁয়োর মত নারকীয় ধর্ষণ, নিঠারির মত হাড় হিম করা গণহত্যা কতই ঘটেছে, যা দেখে তারা নাক সিঁটকিয়েছেন শুধু। ফলে রাজধানীর এই অপরাধের ঢেউ রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে গেছে। অসমের দিসপুরের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে আদিবাসী রমণীকে নগ্ন করে অত্যাচার, কলকাতার বরানগরে ঝুপড়িবাসীনীকে ধর্ষণ করে বীভৎস ভাবে খুন-তালিকা দিলে শেষ করা যাবে না। কোনটারই কোন প্রতিকার হয় নি। প্রতিবাদ হলেও বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে, প্রতিবাদের রূপ সাধারণের জীবনযাত্রায় অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। দিল্লীর সর্বোচ্চ শাসকদের স্পর্শ করতে পারেনি। সাম্প্রতিক মুনিরকা অঞ্চলে চলন্ত বাসে প্যারামেডিকেল ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও ক্ষতবিক্ষত করে পৈশাচিকভাবে খুন করার ঘটনায় সাধারণের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ আন্দোলন যেভাবে ক্ষমতার কেন্দ্র সোনিয়া-মনমোহন-প্রণব-শীলাদের ঘরের দরজায় আছড়ে পড়েছে তা যেমন অভাবনীয় তেমনই শাসক শ্রেণীর কাছে চরম অস্বস্তিদায়ক। এই আন্দোলনকে যত লঘু করেই দেখানো হোক না কেন আসলে এটি বহুদিনের পুঞ্জীভূত নাগরিকদের ক্ষোভের বহি:প্রকাশ, যা বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক কণ্ঠ ও নাগরিক সমাজের উত্থানের আবহে ক্রম প্রকাশ্যমান। দ্রব্যমূল্যের আকাশ ছোঁয়া বৃদ্ধি, সাধারণ পরিষেবা তলানিতে ঠেকে যাওয়া, একের পর এক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারী, রাজনৈতিক দলগুলির নিজেদের মধ্যে 'গট-আপ' এসবেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যা আগামীদিনে ভারতীয় রাজনীতিকে উত্তাল করবেই, জন্ম দেবে নতুন নতুন অন্না ও কেজরিওয়ালের, হয়ত প্রভাবিত করবে ২০১৪-র লোকসভা এবং রাজ্যে রাজ্যের নির্বাচনগুলিকেও।

প্রতিষ্ঠানের অন্য কণ্ঠ কাটজু সাহেব বলেছেন দিল্লীই কি ভারত? এটা একদিকে যেমন ঠিক এবং সারা ভারত বিশেষত গ্রামীণ ও পশ্চাদপর ভারতকে যেমন দেখা উচিত নয়, পাশাপাশি এটাও তো ঠিক যে দিল্লী ভারতের প্রতিভূ এবং রাজধানী। অন্যদিকে দিল্লী যার বর্তমান নাম 'নর্দান ক্যাপিটাল টেরিটোরি (NCT)', যার আয়তন ১,৪৮৩ বর্গ কি.মি., যেখানে রয়েছে আটটি জেলায় প্রচুর শ্রমিক কলোনি, বস্তি, শহরতলি, গ্রামাঞ্চল। যেখানে সারা ভারতের গরীব গুরবো মানুষ জমি হারানো কৃষক দলে দলে ভিড় করেছেন সামান্য কাজের ও দুবেলা দুমুঠো খাবারের আশায়। ন্যূনতম পরিকাঠামোর অভাবগ্রস্ত যমুনাবস্তী, শাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদের ঝুপড়িগুলোতো ধারাবি বা পিলখানাকে হার মানাবে। ২০১১-র জনগণনায় NCT -র জনসংখ্যা ১৬.৩ মিলিয়ন এবং হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলগুলোকে ধরে ২২.২ মিলিয়ন। সরকারিভাবে স্বাক্ষরতা ৮৬%, নারী : পুরুষ : : ৮৬৬: ১০০০, বি.পি.এল. ৮.৩% এবং বস্তিবাসী ৫২%। জনঘনত্ব প্রতি কিলোমিটারে ১১,২৯৭। NCT -র কেন্দ্রে অবস্থিত ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লী (ND), মুম্বাই ও টোকিও-র পরে বিশ্বের তৃতীয় ঘিঞ্জি শহর। জনসংখ্যা ১১.৬ মিলিয়ন। যেখানে প্রশস্থ রাজপথের ধারে অহরহ দেখা যায় পসরা সাজিয়ে বসা অথবা তাঁবু বা ঝুপড়ি বানিয়ে থাকা বিহার কিংবা মধ্যপ্রদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত দরিদ্র দলিত ও বানজারা পরিবারগুলিকে। আর সরকারি পরিসংখ্যানেই প্রমাণিত যে দিল্লী অপরাধেরও রাজধানী। দেশের মধ্যে মহিলাঘটিত অপরাধ সবচেয়ে বেশী (১৫.৪%) এখানেই ঘটে। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। আর এই অমানিশা ঘোচাতে ছাত্র, যুব, বুদ্ধিজীবী, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক উদ্যোগকে সাধুবাদ ও সমর্থন জানাতেই হবে। সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে আন্দোলনের সঠিক দিশা খুঁজে নিতে যাতে দিল্লী আর সাধারণ ভারতীয়দের কাছে 'দুর অস্ত্' না থাকে।

স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ ও জীবনযাত্রার আধুনিকিকরণের সাথে সাথে চুল্লা-হারেম-আঁতুড়-পর্দা থেকে নারী ক্রমশ বেরিয়ে এসে বৃহৎ অর্থনীতিতে অংশ নিচ্ছে। চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে পুরুষের একচ্ছত্রের। তাই সন্ত, উলেমা, ক্ষাপ নেতা থেকে শুরু করে সামন্ত পিতৃতন্ত্রের সমস্ত শঙ্কিত প্রতিভুরা মরিয়া আক্রমণ শানাচ্ছে কর্মরত মহিলাদের উপর। আর দুনিয়াগ্রাসী পুঁজিবাদ নারীকে করে তুলেছে কেবলি ভোগের পণ্য। প্ররোচিত করছে তামাম পুরুষ সমাজকে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধে। সর্বত্র আধিপত্যবাদের প্রথম শিকার ভঙ্গুর নারী শরীর। বসনিয়া থেকে শ্রীলঙ্কা, কাশ্মীর থেকে মণিপুরে একের পর এক সংগঠিত নারী নির্যাতনের দগদগে ক্ষত। এর বিপরীতে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল নাগরিক সমাজের আহ্বান সমানাধিকার, হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলা, শৈশব থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং আইনী শাসন। যা পার্ক স্ট্রীট, কাটোয়া, সাতরাগাছি, বারাসাত, ডায়মন্ড হারবারের ধর্ষিতাদের অভয় দেবে। থেমে থাকবে না একটি বর্মা কমিশন বা মেহরা-আগরওয়াল ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের সীমাবদ্ধতায়। সংসদে ও বিধানসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করবে। পিতৃতন্ত্র ও পণ্যায়নের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবেই অর্ধেক আকাশ।